ডোপ টেস্টসহ ৭ শর্তে নিয়োগ পাবেন প্রাথমিকের শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০০ এএম

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সারাদেশে ১৪ হাজার ৩৮৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। তবে নিয়োগপত্র পেতে নির্বাচিত প্রার্থীদের জন্য সাতটি বাধ্যতামূলক শর্ত নির্ধারণ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)। এর মধ্যে ডোপ টেস্ট রিপোর্ট দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ডিপিই সূত্র জানায়, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫ অনুসরণ করে উপজেলাভিত্তিক মেধাক্রম অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে প্রার্থী নির্বাচন করে এই তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়, প্রকাশিত ফলাফলের যে কোনো পর্যায়ে ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি বা মুদ্রণজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন বা প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ফল বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। একই সঙ্গে নির্বাচিত কোনো প্রার্থী যদি ভুল তথ্য দিয়ে থাকেন বা তথ্য গোপন করেছেনÑ এমনটি

প্রমাণিত হলে তার ফল বা নির্বাচন বাতিল করা হবে।

নিয়োগের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন প্রদত্ত স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততার সনদ এবং ডোপ টেস্ট রিপোর্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে দাখিল করতে হবে। স্বাস্থ্য সনদে কোনো প্রার্থীকে উক্ত পদে নিয়োগযোগ্য নয়Ñ এমনটি উল্লেখ থাকলে তিনি নিয়োগের জন্য বিবেচিত হবেন না।

এ ছাড়া নির্বাচিত প্রার্থীদের ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত পরিচিতি নিশ্চিতকরণ ও কাগজপত্র যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে সশরীরে উপস্থিত হতে হবে। এ সময় প্রার্থীদের সঙ্গে রাখতে হবে সব শিক্ষাগত সনদের মূল কপি, জাতীয় পরিচয়পত্র, যথাযথভাবে পূরণ করা তিন কপি পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম, স্বাস্থ্যগত উপযুক্ততার সনদ, ডোপ টেস্ট রিপোর্ট এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোটাসংক্রান্ত সনদ।

নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, কোনো প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট সন্তোষজনক না হলে বা নাশকতা, সন্ত্রাসী, জঙ্গি কিংবা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে চাকরির জন্য অনুপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

এ ছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্য সনদ ও ডোপ টেস্ট রিপোর্ট দাখিল, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে উপস্থিত হয়ে কাগজপত্র যাচাই এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম জমা দিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে পরবর্তী সময়ে নিয়োগের জন্য আর বিবেচনা করা হবে না বলেও স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, স্বচ্ছতা ও মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতেই এসব শর্ত কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।